দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংকট ঘনীভূত

ভিসি'র অপসারণ চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা হচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৭ই জানুয়ারি।—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান সংকট এখনো কাটেনি। গত ৩০শে ডিসেম্বর ভিসি আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনকে অপসারণ এবং অধ্যাপক আর, আই চৌধুরীকে নয়া ভিসি ও ডঃ বদিউল আলমকে প্রো-ভিসি নিয়োগ করার পর থেকে বিদ্যমান সংকট ও অচলাবস্থা দিন দিন আরো ঘনীভূত হচ্ছে। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, সরকার কর্তৃক ভিসি আলমগীর সিরাজকে "বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩ লংঘন করে অপসারণ" আদেশ চ্যালেঞ্জ করে সিনেট সদস্যরা হাই কোর্টে মামলা করতে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে সুপ্রীম কোর্টের একজন প্রথিতযশা আইনজীবীর মাধ্যমে মামলার নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। চার দিন আগে এই নোটিশ দেয়া হয়েছে। নোটিশের জবাব পেতে আরো ২ দিন বাকী আছে। একটি বিশ্বস্ত সূত্র একথা জানান। সূত্র মতে, উপাচার্যের অপসারণ ও নিয়োগের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের ঘটনা বাংলাদেশে এই প্রথম হতে যাচ্ছে।

একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি নিয়ে সরকার ও নবনিযুক্ত ভিসি উৎকন্ঠার মধ্যে রয়েছেন। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য নয়া ভিসি ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ই জানুয়ারি (বুধবার) সন্ধ্যায় প্রক্টর আবুল কাসেম চৌধুরীর বাসায় চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ৪ জন প্রভোষ্ট, চাকসু ভিপি মোঃ নাজিম উদ্দীন, জিএস আজিমউদ্দীন আহমেদ, সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নেতা মনজুর আলম শাহীন, অনুপ খাস্তগীর, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা, চাকসু এজিএস মাহবুবুর রহমান শামীম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাকসু ও ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের বর্তমান অবিরাম ধর্মঘট কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুরোধ জানান। তবে ছাত্রনেতারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, তাদের একটি মূল দাবীসহ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দাবী পূরণ করা না হলে চলতি আন্দোলন-কর্মসূচী চালিয়ে যাবেন এবং এ সব দাবী বাস্তবায়নে বেশি সময়ক্ষেপণ করা হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করবেন।

সূত্রমতে বৈঠকে প্রক্টর ছাত্র-নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, এসব দাবী-দাওয়া নিয়ে তিনি শিগগির নয়া ভিসি এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন মহলে 'কম্যুনিকেট' করবেন।

জানা যায়, এসব দাবী-দাওয়া প্রশ্নে চাকসু ও ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসকের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা করেছেন। সেখানেও তারা একই দাবী উথাপন করে এব্যাপারে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন।

এদিকে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আহূত লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের গতকাল বৃহস্পতিবার পঞ্চদশ দিবস অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষক সমিতির আহ্বানে শিক্ষকদের অবিরাম কর্মবিরতিও চলছে। একাডেমিক ও প্রশাসনিক সকল কাজ বন্ধ রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক কেউ বিশ্ববিদ্যালয়মুখো হচ্ছেন না। তালা ঝুলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ ফটক, শ্রেণী কক্ষ, লাইব্রেরী ভবন, প্রশাসনিক ভবন, ফ্যাকাল্টি, চাকসু ভবন এবং বিশ্ববিদ্যালয় গ্যারেজে। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে এক ভূতুড়ে, থমথমে চেহারা ধারণ করে পুরো ক্যাম্পাসে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানান, সরকার কর্তৃক অপসারিত ভিসি আলমগীর সিরাজ এখন উপাচার্য ভবন ছেড়ে দিয়ে তার ক্যাম্পাসস্থ পুরনো ভবনে সপরিবারে বসবাস করছেন।